আজকের কাগজ

দ্বিতীয় সংস্করণ

মঙ্গলবার ২৫ শ্রাবণ ১৪১২, Tuesday 9 August 2005, ৩ রজব ১৪২৬, রেজিঃ নং ডি এ ৮০৪, ১৫ বর্ষ, ১৬৪ সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠা + ৮ পৃষ্ঠা ৬ টাকা

চাকরি মেলার সেমিনারে অভিমত

স্থানীয় উন্নয়ন হলে মৌলিক শিল্প খাত বিকাশ ও বেকারত্ব দূর হবে

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

স্থানীয় উন্নয়নের জন্য মৌলিক শিল্প খাত বিকাশ করতে হবে। এতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান হবে অন্যদিকে ড্রোকারত্ব দূর হবে। সামাজিক ধারণায় শুধু মাত্র চাকরি নয়, শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য দেশে জাতীয় যুব নীতিমালা দ্রুত বাস্ত বায়ন করতে হবে।

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) আয়োজিত 'উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সবার উপযোগী কর্মসংস্থান' শীর্ষক সেমিনারে বক্তরা এসব কথা বলেন। তারা বলেন, সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে যুবকরা নিজেদের যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে পারছে না। ফলে যে কোনও প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ছে। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করলে ধনী-গরিবের ব্যবধান কমানো ও কর্মসংস্থান করা সম্ভব না।

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী চাকরি মেলা'র গতকাল শেষ দিনের প্রথম সেশনে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। এতে আলোচনায় অংশ নেন সাংসদ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বিডি জবস'র প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা একেএম ফাহিম মাশরুর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন অন্বেষণের ইনোভেটর মনোয়ার মোস্তফা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জব ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান ও যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক)'র নির্বাহি পরিচালক হোসাইন আল মাসুম। মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি সমস্যা নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাই সমস্যা। আমরা জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত না করতে পারায়, কর্মসংস্থান হচ্ছে না। বাড়ছে বেকারত্ব। এছাড়া তথ্যগত শূন্যতার জন্যও বেকারত্ব বাড়ছে।

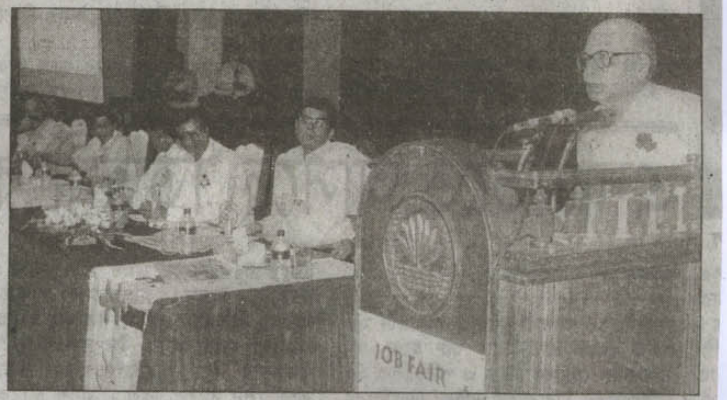

বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

অধ্যাপক আবুল বারাকাত পরিসংখ্যানগত সমস্যার সামগ্রিক চিত্র তুলে প্রকৃত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যানগত অর্থনীতি ব্যাখ্যা করেন। এতে তিনি বেকারত্ব দূরীকরণে সরকারের চে' বেসরকারিভাব বেশি হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি সরকারের সেবা খাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কঠোর সমালোচনা করে বলেন, সেবা খাত প্রকৃত অর্থনীতি নির্দেশ করে না। সরকার এ ক্ষেত্রে যা কিছু করেছে তার সবটাই বিকৃত।

তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, আজ দরিদ্র দূরীকরণের কথা জোর শোরে বলা হয়। অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে তা একটুও পৌছায় না। সব গুরু মধ্যবিত্ত আর রাজনীতিকদের জন্য। এক্ষেত্রে তিনি অর্থনীতি রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন চরমভাবে করা হয়েছে বলে মনে করেন। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, স্থানীয় উন্নয়নের জন্য মৌলিক শিল্প খাত বিকাশের বিকল্প নেই। এছাড়া কাজের সামাজিক ধারণা পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধু মাত্র চাকরি নয়, শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বকর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে নিজেরই উদ্যোগী হতে হবে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কমিউনিটি ফান্ড গঠনের মাধ্যমে সমাজের বেকার জনগোষ্ঠীকে স্বল্প পুজি প্রদান করে সহযোগিতা করা যায়। এছাড়া তথ্যগত শূন্যতায় সমন্বয় করে বা ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমেও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নেওয়া যায়।

অন্যান্য বক্তারা বলেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উদ্যোগ একান্ত জরুরি। আর্থ-সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এখন সময়ের দাবি। বিশ্বায়নের যুগে বিপণন ব্যবস্থা আধুনিক না হওয়ায় ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো নীতি খুবড়ে পড়ছে। বিনিয়োগের অনুকূলে পরিবেশ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের পুনরায় ভাবতে হবে। সর্বোপরি বেকারত্ব বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব কোনও নির্দিষ্ট বিত্তের জনগোষ্ঠীর সমস্যা নয়, সমাজের সকল শ্রেণীর বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের আওতায় আনা সম্ভব হলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে।